R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
বাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২রা ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১২ সাল।
১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

ধুলিয়ানের নয়া পুর বোর্ড এখন পর্যন্ত কোন উন্নয়নমুখী কাজ করতে পারেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার ১৯টি ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য পরিষেবার একমাত্র ভরসা অনুপপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র। অভিযোগ, সেখানে ডায়েরিয়ার রোগী ভর্তি করলেও তাকে জঙ্গিপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে অন্তরায় দেখা দিয়েছে রোগী পরিবহনের এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে। একমাত্র অবলম্বন ধুলিয়ান পুরসভার এ্যাম্বুলেন্সটি দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এলাকার সিংহভাগ মানুষ গরীব নিরক্ষর বিড়ি শ্রমিক। তাদের কথা ভেবেই প্রায় ২০ বছর আগে বামফ্রন্ট পরিচালিত বোর্ডের পুরপিতা সত্যদেব গুপ্ত এ্যাম্বুলেন্সটি এনেছিলেন। এরপর বোর্ডের পালাবদল ঘটলেও এ্যাম্বুলেন্সটি স্বাস্থ্য পরিষেবায় চালু ছিল। হঠাৎ ২০০৫-এ বামফ্রন্টের বোর্ড গঠনে চেয়ারপার্সন মনোনীত হন ৯ নম্বর ওয়ার্ডের চেনবানু খাতুন। তিনি পুরসভার দায়িত্ব নেবার সময় থেকেই এ্যাম্বুলেন্সটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এর ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিত্তবান পুরবাসীরা নিজস্ব গাড়ী বা ভাড়া গাড়ীতে রোগী অন্যত্র নিয়ে গেলেও সাধারণের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। চেনবানু খাতুন এক সাক্ষাৎকারে জানান—'এ্যাম্বুলেন্স ভালো করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ পুরসভার নাই। কোন এন জি ও বা ক্লাব এ্যাম্বুলেন্সটি নিলে দিয়ে দেয়া হবে'। চেয়ারপার্সেনকে প্রশ্ন করা হয়—ধুলিয়ানের মানুষের একমাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবা এভাবে (শেষ পৃষ্ঠায়)

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ও ভাঙন প্রতিরোধে তৎপরতা

অসিত রায় : চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার কথা আমাদের পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বার হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে জঙ্গিপুরের সাংসদ ও ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীকে সিপিং রোড ট্রান্সপোর্ট হাইওয়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী টি, আর, বালুর একটি চিঠি জনসাধারণের মধ্যে আশার আলো আনতে পারে বলে এক সাক্ষাৎকারে জানালেন প্রাক্তন বিধায়ক মহঃ সোহরাব। (ডি ও নং এন এইচ এ আই/ডি জি এম (টি)। এন এইচ/ডি, আই পি, তাং ৩০ ডিসেম্বর '০৫) বিস্তারিত তথ্য দিয়ে তিনি আরও জানালেন ৩৪ নং জাতীয় সড়কের দেখভাল এবং মেরামতের জন্য সমস্ত পর্যায়কে চারটে প্যাকেজে ভাগ করা হয়েছে চারটে এজেন্সীর মাধ্যমে। যার বিস্তারিত (১) বারাসত থেকে বহরমপুর ৩১ কিমি থেকে ১৯৩ কিমি পর্যন্ত। টাকার পরিমাণ ৭.৪৫ কোটি। (২) বহরমপুর থেকে ফরাক্কা ১৯৩ কিমি থেকে ২৯৫ কিমি। টাকার পরিমাণ ৪.৩৭ কোটি। (৩) ফরাক্কা থেকে রায়গঞ্জ ২৯৫ কিমি থেকে ৩৯৮ কিমি। টাকার পরিমাণ ৫.০০ কোটি। (৪) রায়গঞ্জ থেকে ডালখোলা ৩৯৮ কিমি থেকে ৪৫২.৭ কিমি। টাকার পরিমাণ ৪.৬৫ কোটি টাকা।

২০০৬ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কাজ শুরুর যাবতীয় প্রস্তুতি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে বলে জানা যায়। এবং চুক্তি মতো এপ্রিল মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যাবার কথা। সোহরাব সাহেব আরও জানান, কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প প্রযুক্তি মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে আরও জানিয়েছেন, গঙ্গা ভাঙ্গনের (শেষ পৃষ্ঠায়)

৮ম বর্ষ রাজ্য কবিয়াল মেলা—২০০৬

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের জিনদীঘি হাই স্কুল মাঠে গত ১১ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী '০৬ চারণ কবি গুমানি দেওয়ানের জন্মদিন স্মরণে সেখানে ৮ম বর্ষ কবিয়াল মেলা চলে। পথ পরিক্রমা শেষে কবিয়ালের সমাধিতে মাল্যদানের মধ্যে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এবং সেই সাথে প্রস্তাবিত গুমানি দেওয়ান সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ভবনের শিলান্যাস হয়। যার মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরে এবারের অভিনবত্ব তাজিয়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৯ ফেব্রুয়ারী মহরমের দিন চিরাচরিত প্রথার বাইরে গিয়ে রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর এলাকায় এই প্রথম তাজিয়া প্রতিযোগিতার অভিনব অনুষ্ঠান রঘুনাথগঞ্জের বসুন্ধরা মডার্ণ রাইস মিলের ডাইরেক্টর সুদীপ্ত নাথের উদ্যোগে হয়ে গেল। সহযোগিতায় ছিল বালিঘাটা জনকল্যাণ সমিতি। তাজিয়ার সৌন্দর্য্য-অভিনবত্ব, মিছিলের নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল প্রতিযোগিতার মাপকাঠি। বিচারকের আসনে দশজনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাংবাদিক আনসার মোল্লা এবং জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি আবু খায়ের সেখ। সৌন্দর্য্য আর অভিনবত্বের নিরিখে বালিঘাটা মহরম কমিটি আর জঙ্গিপুর সাহেববাজারের তাজিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনিবার্য্য কারণে বিজয়ী প্রতিযোগীদের নাম ঘোষণা ঐদিন করা হয়নি। পরে মন্ত্রী আনিসুর রহমানকে দিয়ে সদরঘাট মুক্তমঞ্চ থেকে তা করা হবে বলে জানা যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১২ সাল।

মশকের শক্

বিগত দুই দশক কি তাহারও বেশী সময় ধরিয়া 'মাথুরের' পালা গাহিয়া প্রোষিত ভর্ত্তৃকা মশকী অথবা প্রোষিত-ভার্য মশক নিরানন্দে দীর্ঘকাল যাপনান্তে 'হমারী দুখের নাহিক ওর'—দিনশেষে পুনরায় আপন আপন ডেরায় আসিয়াছে। 'মশকায় ধূমঃ—মশক বিতারণের প্রাচীন পদ্ধতির স্থলে অর্বাচীনকালে 'মশকায় নানাবিধানি রাসায়নিকদ্রব্যাণি'র প্রয়োগে রক্তপিপাসু এই সন্ধিপদ প্রাণিগণ বহুদিন ধরিয়া হয়ত আত্মগোপন করিয়া 'ইমমিউন্‌ড্‌' হইবার কঠিন তপশ্চর্যায় রত ছিল। সে সাধনায় তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বৈকি! সেইজন্যই দেখিতেছি, ইহারা পরিবার পরিকল্পনার কঠোর বিধি-নিষেধে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া নন্দিনী-নন্দনকুল চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়াইয়া বিলকুল আকুল করিয়া তুলিতেছে এই রাজ্য-বাসীদের। (অস্যার্থঃ পশ্চিমবঙ্গে আবার) মশকের অভিযান ও আক্রমণ তীব্রভাবে দিবাপ্রাতঃ-নিশা নির্বিচারে। কর্মীরা কর্মস্থলে বিব্রত। নাগরিকদের ভোগান্তির অন্ত নাই স্বগৃহে। পড়ুয়ারা বিপর্যস্ত পঠনকালে। মনে হয় অক্ষৌহিণী পর্যায়ে মশকসেনা হানা দিয়াছে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে।

এখন অমুক স্থানের মশা বিখ্যাত বলিবার উপায় নাই। তাহারা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আবদ্ধ এঁদো-পচা জল বা জলাশয় না থাকিলেও তাহারা হাজির হইতেছে। হয়ত গতির যুগে কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহারা এই দুর্গতি আনিয়াছে। কিন্তু এমন রক্তের সন্ধানে বেপরোয়া ভাব কেন? তবে কি তাহারাও আমাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্লাডব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে কোন বৃহত্তর স্বার্থে? কমলাকান্তের ন্যায় দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইলে সবিশেষ বুঝা যাইত।

মশক নিবারণের জন্য আবার তৎপর হইবার সময় আসিয়াছে। শীত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মশকের উপদ্রব বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্যদিকে পুরসভার নালা-নর্দমাগুলি সুষ্ঠু দেখভালের অভাবে পূতিগন্ধে মাতিয়া উঠিতেছে। তেমনি মশকের প্রজনন ক্ষেত্রও হইয়া উঠিয়াছে। যাহার ফলে মশকের বংশ বিস্তার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। পুরসভা এই দিকে একটু নজর দিলে ভাল হয়। মশকের অত্যাচারে পুরবাসীরা ঘরে-বাহিরে বিশেষ-ভাবে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িতেছেন। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও কম নহে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

২৩ জানুয়ারী নেতাজী ব্রাত্য

বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখা গেল ২৩শে জানুয়ারী দিনটি পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে কোথাও বিক্ষিপ্ত কোথাও মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হ'ল। ব্যতিক্রম শুধু এই শহর। নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক এবং টুকটাক কয়েকটি অতি উৎসাহী তাঁর অনুরাগীবৃন্দ ছাড়া আর কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না। নব প্রজন্মের কোমল মনের মাটিতে তাঁর একটি চিহ্ন কেন কেউ এঁকে দিতে চাইলেন না একথা ভাবতে সত্যি বুকের মধ্যেটা টনটন করে ওঠে। আজকের শিশুদের কাছে ২৩ জানুয়ারীর গুরুত্ব বোঝানো ও নেতাজীকে চেনার-জানার এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে ভালোবাসার পবিত্র সংকল্পটুকু শৈশব থেকে জাগ্রত করার চাবিকাঠিটি তো আমাদের বড়দেরই হাতে। কিন্তু কেন আমরা এত নীরব, নিষ্ক্রিয় !! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঐ দিনটিতে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা নিকেতন বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 'যেমন খুশী তেমন সাজো' বিভাগে দুটি ক্ষুদে নেতাজী ও একজন ভগিনী নিবেদিতাকে দেখলাম। বাবা মায়ের এই সাধু প্রয়াসকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু মর্মাহত হলাম ফলাফল ঘোষণায়। নেতাজীর জন্মদিনে নেতাজী এত ব্রাত্য কেন—বিচারক মন্ডলীর কাছে এ প্রশ্ন রাখাটা কি খুবই অপ্রাসঙ্গিক হবে? তাঁরা হয়তো যুক্তি দেখাবেন এটা একটা প্রতিযোগিতা এবং এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে সর্বাঙ্গীণ বিচার সাপেক্ষে পুরস্কার দেওয়া হয়। দর্শকের আসনে বসে বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লিখছি। ওইটুকু শিশুদের কাছে নেতাজীর জন্মদিনে নেতাজীকে কেন গুরুত্বহীন করে দিলেন বিচারকমন্ডলী। তবে কি নেতাজী তাঁর জন্মদিনের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছেন? সৈনিক নেতাজী না হয় যোদ্ধাবেশে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেননি, কিন্তু মেয়র নেতাজীকে তো বার বার ভারতবাসী অবলোকন করেছে। আর মেয়রই হোন বা যোদ্ধা হোন নেতাজী—নেতাজীই; তিনি আমাদের বীর সুভাষ। তাঁকে কি এতোটুকু সম্মান দেখানো যেত না।

নেতাজী সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস

সাগরদীঘির বালিয়া নেতাজী সংঘের ৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ২৩—২৬ জানুয়ারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৩ জানুয়ারী সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও গ্রাম প্রদক্ষিণের পর মনিগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৬ কিমি রোড রেস হয়। ঐ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধক ছিলেন তাপ বিদ্যুতের জেনারেল ম্যানেজার কমলেশ চ্যাটার্জী। পুরস্কার বিতরণ ও নেতাজীর ১১০-তম জন্মক্ষণ পালনের পর বসে আঁকো, আলপনা, আবৃত্তি, প্রতিযোগিতা হয়। পরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ষ্টার পাওয়া ছাত্রদের সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। বিকেলে 'নেতাজী সুবাষচন্দ্র বসু ও যুব সমাজ' বিষয়ক এক আলোচনা সভা হয়। ২৪ জানুয়ারী মোটিভেটরদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও পরে বিধিসম্মত স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় 'একমুঠো অন্ন' নাটক মঞ্চস্থ হয়। ২৫ জানুয়ারী ক্রীড়া দিবসে একদিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ও বিকেলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। ২৬ জানুয়ারী ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হয়।

এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পত্রদ্বন্দ্বের প্রত্যাশী পত্রলেখিকা নন। অসুস্থতার লক্ষণাক্রান্ত এই বিষয়টির পত্রদ্বন্দ্বের মাধ্যমে যেমন সমাধান করা যাবে না তেমনি এক্ষেত্রে মূলবিষয় থেকেও হয়তো আমরা সরে আসতে পারি।

ময়না মুখার্জী / রঘুনাথগঞ্জ

সংবাদের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে

গত ১ ফেব্রুয়ারী '০৬ জঙ্গিপুর সংবাদ এ 'জেলা বই মেলার মহকুমাভিত্তিক অনুষ্ঠানে হঠকারিতা' নামে একটি খবর বার হয়। তাতে ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় 'মুর্শিদাবাদকে জান' শীর্ষক বিষয় ও সাধারণ জ্ঞানের অনুষ্ঠানে প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করেন—'ঝাঁসির রাণীর আসল নাম কি?' সেখানে বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিরোনামের কোন মিল ছিল না। অন্যদিকে সর্বসাধারণের জন্য এক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—"শিল্পের উন্নয়ন কৃষি উন্নয়নের পরীপন্থী"। সেখানে একজনই বিচারক ছিলেন—তিনি আবার পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। এই ধরনের হঠকারিতার খবরের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জঙ্গিপুর মহকুমা শাখার সম্পাদক আশীষতরু ঘোষ এক প্রতিবাদ পত্র পাঠান পত্রিকা দপ্তরে। তাতে পরিবেশিত সংবাদের প্রতিবাদ না করে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় প্রতিবাদপত্রকে দীর্ঘ প্রসারিত করেছেন। যার জন্য ওটা ছাপানো গেল না। —সম্পাদক / জঙ্গিপুর সংবাদ

সিভিক্ সেন্স

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার দমিত রিপুকে নিত্যদিন চাগিয়ে দিচ্ছে ফিল্মী গান আর ধর্ষণের দৃশ্য, নোংরা যৌন সিডিতে অলি-গলি বোঝায়, নেতা দু' হাতে বিলিয়ে চলেছেন মালের লাইসেন্স। আইন বলছে লোটো জুয়া অন্যায় কিছু নয়। নেত্রী আবার ফাঁসুড়েকে পাশে বসিয়ে পোজ দিচ্ছেন ক্যামেরায়। পোষাক পরিচ্ছদের ছিরি ছাঁদ নেই। হাতছানি চারদিকে—এসো—লুটো—ভোগ কর। তারপরই ধনঞ্জয় বনে ধরা পড়ে গেলে মার শালাকে, ছিঃ ছিঃ ব্যাটা দেশের মুখ পোড়ালে। এইজন্যই ধনঞ্জয় নীরবে বিনা বাধায় দড়িটা গলায় পরেছিল। বলে গেল আমার এই দশার জন্য তোমরাই দায়ী। আগে দেখেছি গ্রামের বাড়িতে বাবা জ্যেঠারা দুপুরে স্নান করে ঠাকুর ঘরে প্রণাম করতেন। মাকে ভাত বাড়তে বলেই সদর দরজাটা খুলে এদিক ওদিক দেখে নিতেন কেউ অভুক্ত দাঁড়িয়ে আছে কিনা। প্রতিদিন ভাতের থালে একমুঠো ভাত পাখী, কুকুরের জন্য রাখতেনই। শাস্ত্রে দেখছি দশরথের ব্যাটাই হোক আর বসুদেবের ব্যাটাই হোক সবকে যেতে হয়েছে গুরুর আশ্রমে। ৯ থেকে ২০ বছর আশ্রমে পাঠ, পুজো, স্তোত্র আহুতি, সংহিতা, উপনিষদ, বেদ, সাংখ্য পড়ো, তার সঙ্গে ফিজিক্যাল এডুকেশন, ওয়ার্ক এডুকেশন করো, তারপর সংসারে ফিরে যাও। কাঠ কাটা, আলবাঁধা, কৃষিকাজ, বৃক্ষরোপণ—কি না করতে হয়েছে। বীর্যধারণ করায় স্মৃতি প্রখর থেকেছে। পশুখাদ্য খায়নি বলে শরীর হয়েছে লোহার মত। সংস্কৃত ভান্ডারেই আছে বিশ্বমানবতার পাঠ। সারা বিশ্ব তাকে গ্রহণ করেছে। আমরা ত্যাগ করছি পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক করেছি। হিন্দু হিন্দু গন্ধ আছে যে। তাহলে আমি ধর্মনিরপেক্ষ হলাম কি করে? পার্টির সম্মেলনে কমরেড হিন্দুর গলার কন্ঠীটা ছিঁড়ে দিয়ে বলবো এ পার্টিতে ঐ সব বুজরুকীর স্থান নেই। সে দিনই শুক্রবার বলে ১২টা থেকে ১ ঘন্টা নমাজের ছুটি থাকবে, সম্মেলন বন্ধ থাকবে। তবেই না নিরপেক্ষ! বাঘ, সিংহ কেউ খায়না, পাঁঠা কেটে খায়।

আসলে দেবী সম্পদ আর অসুর সম্পদ এই দু' রকম সম্পদ নিয়ে আমরা জন্মাই। পরিবেশ ঠিক থাকলে তার পরিবর্তন কিছুটা হয়। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার নিবৃত্তি করা সহজ নয়। তার জন্য চাই কঠোর সাধনা। গীতা আমরা ছুঁইনা। স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নি শিশুদের কিন্তু গীতা আর রিভলবারই ভরসা ছিল। ফাঁসির হুকুম শুনে দেহের জ্যোতি আর ওজন সবই বেড়েছিল। অবশ্য আজকের মন্ত্রীরা বলছেন ওরাও তো সন্ত্রাসবাদী! স্বামীজী নাকি সাইক্লোনিক হিন্দু। রবীন্দ্রনাথ বড়লোকের কবি। সুভাষ জার্মানীদের দালাল। আর শিবাজী মহারাজ ডাকাত। নজরুল কাফের।

সমাধান হল, দেশকে বারবধূ না ভেবে মা বলে ভাবতে দেখাতে হবে। অধিকার নয় কর্তব্য কি কি কোন বয়সে তা পাঠ্য করতে হবে। যা কিছু কল্যাণকে ধ্বংস করছে তা বন্ধ করতে দলমতকে ভোটের জন্য প্রশ্রয় দিলে দেশ বেচনেওয়ালা বিদেশীদের দালাল সেই নেতাদেরকে কারারুদ্ধ করতে হবে, খাদ্যে যারা বিষ মিশিয়ে রোজ গোটা জাতিকে হত্যা করে চলেছে (সবজীতে রঙ এবং বিষ দিয়ে ওজন বাড়াচ্ছে, রাতারাতি কলা, আপেল, টম্যাটো পেকে যাচ্ছে, বেগুন এক রাতে ডবল হচ্ছে এক ইনজেকশনে, মিষ্টি, পেপসী, কোকাকোলা, আইসক্রীমে বিষাক্ত সস্তা রঙ, রসোগোল্লা সাদা করতে হাইপো। এর শেষ নেই)। এদেরকে প্রকাশ্যে চাবকাতে হবে। বাজারে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

(চলবে)

আজব-খাওয়া

শীলভদ্র সান্যাল

খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে!
খাওয়ার আজব খাওয়া 'ঘুষ' কয় যাহারে,
রকমারি খাওয়া সব, জম্পেস ফিস্টি—
সুকুমার রায় পড়ে জেনে নিয়ো লিস্টি।
আমি হেথা পাতে দেই ঘুষের কাসন্দি;
ঘুষ খেতে লাগে কত নয়া অভিসন্ধি
তৎসহ নানাবিধ পদ্ধতি মানা চাই
আইনের ছোট-বড় ফাঁকগুলো জানা চাই
তাহলেই চটপট উঠে যাবে স্বর্গে
স্থান পাবে সমাজের কেউ কেটা বর্গে
ওঠবার সিঁড়ি পেলে বল আর কে নামে?
ব্যাঙ্কে জমবে টাকা স্বনামে ও বেনামে
কিংবা সাগর পারে, নাগালের বাইরে
এ লাইনে এলে পরে জেনে নিয়ো ভাইরে
কোন্ পথে বেমালুম কালো টাকা সাদা হয়
সি-বি-আই নচ্ছার যদি কোনও বাধা হয়
মোটা মত ঘুষ দিয়ে কোর তাকে জব্দ
ঘুষ মহিমায় দেখো, করিবেনা শব্দ
এই কলিযুগে ভাই ঘুষ খাওয়া ধর্ম
তবে কিনা সেটা বাম হস্তের কর্ম
এবং তা খেতে হয় অতিশয় গোপনে
সব্বাই জানে তাহা, মায় ছোট খোকনে!
'নীতিজ্ঞান' 'সততা' কি ধুয়ে তুমি জল খাবে?
ঘুষ খেয়ে লাল হয়ে অচিরেই ফল পাবে।
গায়ে কভু মেখোনাকো প্রশংসা নিন্দে
যত পারো ঘুষ খাও ক্যাশ ও কাইন্ডে
'ক্যাশ' হল থোক টাকা, 'কাইন্ড'-টা মৎস্য
তৎসহ ইত্যাদি, বুঝিয়াছ বৎস!
দু' বছরে গাড়ি বাড়ি হয়ে যাবে সহজে
বুদ্ধি খাটাও যদি ঠিকঠাক মগজে।
জমির দালাল হতে বড় বড় আপিসার
সব এক চ্যানেলের কার্বন কপি, স্যার!
ঘুষ খায় সাংসদ, ঘুষ খায় মন্ত্রী!
ঘুষের কি জাত আছে? সেকুলার কান্ট্রি!
তুমি আমি ঘুষ খেলে হবে দোষ? আহা রে!
খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে॥

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই মাঘ ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ
করে নিতে সরাসরি
চলে আসুন।
॥ কার্ডস ফেয়ার ॥
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

রাজ্য কবিয়াল মেলা ২০০৬ (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথি মন্ত্রী আনিসুর রহমানের নামও উল্লেখযোগ্য। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী চর্চাকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। রাজ্য লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের সহ-সভাপতি মালিনী ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে চারণ কবিদের সংস্কৃতির এই ঐতিহ্যকে বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও গ্রামবাংলা থেকে শহর অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন—হিন্দু-মুসলমান দুই কবিয়ালের এই যুগলমিলন পারস্পরিক শ্রদ্ধায়, ভালবাসা এবং সম্প্রীতির সার্থক দৃষ্টান্ত। অবাক হয়েছেন মুসলমান হয়েও হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে গুমানি দেওয়ানের অগাধ জ্ঞানে। কবি গানের বিষয় একদিকে যেমন ধর্ম ও সমাজভিত্তিক তেমনই বাস্তব জীবনের সুখ দুঃখের সরস উপস্থাপনা প্রকাশ পেয়েছে তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতার মধ্যে। ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করলেন মন্ত্রী আনিসুর রহমান। ধারণা ছিল দেওয়ানজী এবং লম্বোদর চক্রবর্তী একই ব্যক্তি। পরবর্তীকালে বাবা সেই ভুল ভেঙ্গে দিলে তিনি বেশ অবাক হয়েছিলেন। কবিয়ালের গানে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা শুনেছেন। সভার প্রারম্ভে একান্ত আলোচনায় রাজনীতির অভিযোগ শোনা যায়। যথাযথ সমন্বয়ের অভাবে রাজ্যপাল বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ হয়নি। অনুরূপভাবে উপেক্ষিত হয়েছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সিদ্দিকা বেগমও। যথাযথ সমন্বয়ের অভাব না হলে এই রকম অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব নাও হতে পারত বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন। তিনদিনের কবিগানের আসরে বর্ধমান, বীরভুম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া থেকে আগত কবিয়ালদের সংগীতের মূর্চ্ছনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল। খোলের ছন্দের মায়াজালে জেগে উঠবে গ্রাম বাংলার মানুষ কবিয়ালের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন নিয়ে।

কাজ করতে পারেনি (১ম পৃষ্ঠার পর)

বন্ধ করা কি ঠিক হবে? উত্তরে চেনবানু খাতুন জানান, এ্যাম্বুলেন্সটি মেরামতের প্রয়োজনে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে টাকা চেয়েছিলাম, তার কোন গুরুত্ব দেয়নি। সুতরাং আমার কিছু করার নাই। অন্য খাতের টাকা এ ব্যাপারে খরচ করা অসুবিধা আছে। চেয়ার পার্সেনের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মনসুর আলির কাছে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, চেয়ার পার্সেন নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ্যাম্বুলেন্স চালু বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেবার ব্যাপারে বোর্ডের সভায় কোন আলোচনা হয়নি। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, আমাদের দুর্ভাগ্য এই ধরনের চেয়ার পার্সেন পেয়েছি। কোন কাজ বোঝেন না। সাধারণ মানুষকে বসবাসের প্রমাণপত্রের জন্য দিনের পর দিন ঘুরতে হয়। পরিচিত মানুষকেও অযথা হয়রান করান। তিনি দপ্তরেও নিয়ম মতো আসেন না। সব কিছুই নিজের ইচ্ছে মতো। চেনবানু খাতুনের উপর বিতশ্রদ্ধ হয়ে অনেক কাউন্সিলর পুর দপ্তরে আসা ছেড়ে দিয়েছেন। দীর্ঘ আট মাস অতিক্রান্ত হলেও কোন গঠনমূলক কাজের সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বর্তমান বোর্ড।' এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বুদ্ধি-জীবীদের বক্তব্য, কোন এন জি ও বা ক্লাব এ্যাম্বুলেন্সটি নিলে তারা বেশী ভাড়া আদায় করবে এবং প্রয়োজনে পরিষেবা পাওয়া যাবে না। চেয়ার পার্সেনের কথায় তাঁরা মর্মাহত।

ভাঙন প্রতিরোধে তৎপরতা (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে সাগরদীঘি, লালগোলা, পটাশপুর প্রভৃতি এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সাগরদীঘি এলাকায় বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কাজ শেষ করার। যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টকে।

Government of West Bengal

Office of the Executive Engineer, Murshidabad Division

Construction Board Dte., P.W.D., Court Compound, Laldighi West

Berhampore, Murshidabad, Ph. (03482)—252762 (T+Fax)

Memo No.-92/7W/Pt-V Dated : 06/02/2006

N.I.T. – 07 EE (MUR) of 2005-06

Sealed Tenders are invited from Enlisted Class-I & II (R & B) contractors of P.W.D. and as per G.O. and bonafied outsiders for Balance works of infrastructure development of Aragachhi Colony (Sl. 01 and 02), Charlaxmipur Colony (Sl. 03), Malda and from Enlisted class-II & III (R & B) contractors of P.W.D. & as per G.O. and Registered Engineers Co-operative Society Ltd. for construction of Sub-centre at Char-Firojpur under Raghunathganj-II block, Murshidabad under PMGY Scheme 2004-05 (Sl. 04), Special repair and Maintenance (civil) work of Destitute Home, Kadai, Berhampore, Murshidabad (Phase-II) (Sl. 05) and construction of Cycle Stand at I.T.I. campus, Berhampore, Murshidabad (Sl. 06) deciding date of application to purchase tender, purchasing of tender paper, receiving of tender paper and opening of tender papers are 21/02/2006 (upto 4.00 p. m.), 22/02/2006 (upto 4.00 p.m.), 24/02/2006 (upto 3.30 p.m) and 24/02/2006 (after 4.00 p.m) respectively.

Detailed documents may be seen from the office of the undersigned during office hours on working days.

Executive Engineer, Murshidabad Division
C.B. Dte., P.W.Deptt., Govt. of West Bengal

Memo No. 108/Inf./Msd. 10. 2. 06

পাসবুক হারিয়ে গেছে

আমি গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জঙ্গিপুর শাখায় একটি আর আই পি এ্যাকাউন্ট (নং ৯২১৩) করি। বর্তমানে ঐ পাসবুকটা খুঁজে পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে জঙ্গিপুর টাউন আউট পোষ্ট-এ ডাইরীও করেছি। কোন ব্যক্তি এর সন্ধান দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

সায়েদা বেওয়া
স্বামী মরহুম সাজ্জাদ সেখ
সাং ইমামনগর (বিশ্বাসপাড়া)
পোঃ লালখাঁনদিয়াড়
জেলা মুর্শিদাবাদ

যত্নসহকারে কনে/বৌ সাজানো, মেহেন্দী পরানো ও তত্ব সাজানো হয়।

শান্তি সাহা
ইউ বি আই-এর সন্নিকটে
গলির ভেতর
রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি রোড

দাদাঠাকুর প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।